224

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL. 26 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ৩

মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজে বিতর্ক

হযরত খান

বিতর্ক কর্নার

চিড়িয়াখানা ও মাজারখ্যাত ঢাকার মিরপুরে সম্পন্ন হলো 'জেনুইন টিউটোরিয়াল সত্যেন বোস মিরপুর আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ৯৯'। প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের সাহসিকতা প্রদর্শন করে মিরপুর এলাকার যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠন 'বিতর্ক গবেষণা কেন্দ্র'। মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজের সহযোগিতায় এ প্রতিযোগিতাটি মিরপুর মাজার সংলগ্ন হযরত শাহ্ আলী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয় ২১ জুন '৯৯ এবং সমাপনী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ১১ জুলাই '৯৯। হযরত শাহ্ আলী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শিরিন আকতার অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করে বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে জ্ঞানচর্চাকে খুব আমল দিচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে বিতর্ক বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে; কেননা বিতর্ক হচ্ছে জ্ঞানচর্চার একটি বড়ো মাধ্যম'। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার এফ এম মেথডের প্রবর্তক, জেনুইন টিউটোরিয়ালের পরিচালক ফিরোজ মুকুল এবং গ্রামীণ ট্রাস্টের গবেষক আইয়ুব হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিযোগিতাটির সমন্বয়কারী ও বিতর্ক গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য মনিরুজ্জামান শামীম। তিনি বলেন, 'সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়ন করা ব্যতীত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুস্থ পরিবেশ ও মেধার বিকাশ হতে পারে না। এজন্য বিতর্ককে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য'।

আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা মিরপুরে এবারই প্রথম আয়োজিত হলো। এতে মিরপুরের আটটি কলেজ অংশগ্রহণ করে। আয়োজক সংগঠন 'বিতর্ক গবেষণা কেন্দ্র' যেহেতু একটি যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠন, সেহেতু অংশগ্রহণকারী কলেজগুলোর নামও দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞানীদের আদলে। প্রতিটি প্রতিযোগিতা শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের জীবন, কর্মপ্রবাহ ও অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। অংশগ্রহণকারী কলেজগুলো হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ (চার্লস ডারউইন দল), কল্যাণপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ (আলবার্ট আইনস্টাইন দল), মিরপুর কলেজ (এরিস্টটল দল), ঢাকা মডেল কলেজ (মাদাম মেরি কুরি দল), সরকারি বাংলা কলেজ (মেঘনাদ সাহা দল), শহীদ জিয়া মহিলা কলেজ (জগদীশ চন্দ্র বসু দল), হযরত শাহ্ আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ (আইজ্যাক নিউটন দল) এবং বিসিআইসি কলেজ (গ্যালিলিও দল)। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বের বিষয়গুলো ছিল, 'পরিবেশ দূষণরোধে পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন দ্রুত নিষিদ্ধ করা উচিত', 'মানবতাবিরোধী পারমাণবিক বোমা তৈরি রোধে ধনী দেশগুলোর সদিচ্ছা নয়, বিশ্ববাসীর সচেতনতা প্রয়োজন', 'মেধা পাচারের মূল কারণ অর্থনৈতিক নয়, মানসিক', সম্পদের অভাব নয়, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবই আমাদের দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায়'। সেমিফাইনালের বিষয় ছিল যথাক্রমে 'একমাত্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব' ও 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ক্রম অবনতির প্রধান কারণ আকাশ সংস্কৃতি'।

সেমিফাইনাল শেষ হওয়ার পর ১১ জুলাই '৯৯ প্রবল বর্ষণের মাঝে সম্পন্ন হয় ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি। ফাইনালে 'রাজধানীমুখী জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করছে গ্রামীণ সভ্যতা'– এ বিষয়ের ওপর পক্ষে মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজ এবং বিপক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পক্ষে– রাশেদ হোসেন, হাফিজুর রহমান ও মুশফিকুর রহমান এবং বিপক্ষে এনজেলা আফরোজ, রেজওয়ানুল হক ও শাহ্ আইয়ুবুর রহমান অংশগ্রহণ করে। মর্যাদাপূর্ণ এ আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন বিজয়ী দলের শাহ আইয়ুবুর রহমান। সমগ্র প্রতিযোগিতায় সভাপতি ও বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইয়ুব হোসেন, কাজল রশীদ শাহীন, নীলুফার আকতার, ফাতেমা ফেরদৌস, মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীর, রুখসানা পারভীন (মিরপুর কলেজ), রুখসানা পারভীন (জেনুইন টিউটোরিয়াল), আওয়াল হোসেন, ইসরাত জাহান শামা, দিলরুবা আকতার প্রমুখ। প্রতিযোগিতাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিতর্ক গবেষণা কেন্দ্রের আবুল হাসান রাজী, আমিনুল ইসলাম শাহীন, উম্মে সালমা নাসরীন, সায়মন জহির, তাহমিনা ফেরদৌসী এবং বাংলা কলেজ বিতর্ক ক্লাবের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সহসভাপতি জামাল আহমেদ, মহাসচিব এনামুল হক, শাহাদত হোসেন ও জুলেখা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী। প্রধান অতিথি ছিলেন কবি বেলাল মোহাম্মদ। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেনুইন টিউটোরিয়ালের শিক্ষিকা রুখসানা পারভীন। প্রধান অতিথির ভাষণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এই সংগঠক বলেন, 'বিতর্কের মাধ্যমে আমাদের চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়। একে অধিক গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত। আমরা কান কথা শুনে শুনে কেন জানি দিন দিন স্থবির হয়ে যাচ্ছি। এ স্থবিরতার অবসান বিতর্কের মাধ্যমে হয়তো ঘটানো যেতে পারে'। প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য শহীদ জিয়া মহিলা কলেজের বক্তা তাহমিনা আকতারকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিতর্ক আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং মিরপুরের সকল কলেজ ও সমমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব সৃষ্টি করাই ছিল এ প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্দেশ্য। এদিক থেকে বিতর্ক গবেষণা কেন্দ্র ও সরকারি বাংলা কলেজ বিতর্ক ক্লাব সার্থক।